বিকাশকর্মী থেকে কোটি কোটি টাকার মালিক আনোয়ার,নেপথ্যে অনলাইন জুয়া

বিকাশের ডিস্ট্রিবিউটর সেলস অফিসার (ডিএসও) পদে চাকরিকালীন মাসে বেতন পেতেন সাড়ে ১১ হাজার টাকা। করোনার অতিমারিতে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম শুরু হলে জুয়াড়িদের কাছে বিকাশের এজেন্ট সিম সরবরাহ করতে আবিষ্কার করে তিনি নিজেই অনলাইন জুয়ার হোতা বনে যান। আর এই দুই বছরে সাড়ে ১১ হাজার টাকা বেতনের সেলস প্রতিনিধি এখন কোটি কোটি টাকার মালিক।

আরব্য রজনির রুপকথা আলাদিনের চেরাগকে হার মানানোর গল্প এটি। এবারের গল্পের নায়কের নাম আনোয়ার হুসাইন। বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের কিয়াম উদ্দিনের ছেলে। ইতোমধ্যে গাড়াডোব অনলাইন জুয়ার দ্বিতীয় দূর্গ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। যে গ্রামে ৩০ থেকে ৪০ জন তরুন অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন।

মুলত ২০২০ সালে করোনার সময় তিনি অনলাইন জুয়ার এজেন্ট মাদার আলীকে সিম সরবরাহ করতে গিয়ে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। যখন কোনমতে বিকাশের বেতন থেকে সংসার চালাতেন। মাত্র দেড়বছর যেতে না যেতেই কোটি কোটি টাকার মালিক হতে থাকেন তিনি। অনলাইন জুয়ার আয় থেকে শুরু সম্পদ কেনা ও ব্যবসা বাণিজ্য। তবে বদরুদ্দোজা রয়েল প্রথম আটক হওয়ার পর সে পুলিশের কাছে আনোয়ার হোসেনের নাম জড়িয়ে দিলে তারপর থেকে পলাতক জীবন যাপন শুরু করে। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন মহলকে ম্যানেজ করে এলাকায় আসেন। কাজ শেষ করে আবার আত্মগোপনে থাকেন।

আনোয়ার হোসেনের সম্পদ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে, আনোয়ার হোসাইন অনলাইন জুয়া থেকে আয় করা টাকা দিয়ে ২০২১ সালের ২১ ডিসেম্বর মেহেরপুর শহরের তাহের ক্লিনিকের সামনে সড়কের (মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়ক) পাশে চার কাঠা জমি কিনেছেন। যার দলিল মূল্য করা হয়েছে ৯৪ লাখ টাকা। যে জমি রেজিষ্টি করত্রে ও মহুরী খরচ লেগেছে আরো ১০ লাখ টাকা। যার দলিল নম্বর ৬৯৮২/২১।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের কাটাইখানার সামনে আজিজুল হকের মেয়ে

সুমনা হকের কাছে থেকে চলতি ২০২২ সালেল ১৯ জুলাই ৯ শতক জমি কিনেছেন। যার দলিল মূল্য করা হয়েছে ৪৫ লাখ টাকা। দলিল নম্বর-৪২৭০/২২।

শহরের পিয়াদা পাড়ায় সুমনা হকের ভাই রাসেল হকের কাছে থেকে ২০২২ সালের ২৮ জুন তারিখে সাড়ে ১৪ শতক জমি কিনেছেন। যার দলিল মূল্য করা হয়েছে ৪০ লাখ টাকা। যার দলিল নম্বর-৩৮৪১/২২। রেজিস্ট্রি ও মহুরী খরচ লেগেছে আরো ৬ লাখ টাকা।
২০২১ সালের ২২ জুন তারিখে ফৌজদারি পাড়ার আশরাফুল ইসলাম ও তার ভাইদের সাথে ৬ কাঠা জমি কিনেছেন। যার দলিল মূল্য করা হয়েছে ৬০লাখ টাকা। যার দলিল নম্বর-৩৫৬৬/২১।

গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের কাঁচারি বাজারে মরিয়ম হার্ডওয়ার এন্ড ইলেকট্রনিক্স নামে চারটি দোকান নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন। ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করেছেন চলতি বছরের ১৩ অক্টোবর। চারটি দোকানের জন্য জামানাত দিয়েছেন সাড়ে ১১ লাখ টাকা। মালামাল তুলেছেন প্রায় এক কোটি টাকার। দোকানটি পরিচালনা করেন তার এক ভাইরা।

জানা গেছে, গত বছরের ২৫ আগষ্ট বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েলকে আটক করে মেহেরপুরের সাইবার ক্রাইম বিভাগ। রয়েল সাইবার ক্রাইমের কাছে ১৫ জনকে অভিযুক্ত করে স্বীকারোক্তি দেন। ওই ১৫ জনের মধ্যে আনোয়ার হোসাইনের নামও ছিল। কিন্তু এখনো আনোয়ার হোসাইন অধরা রয়েছে।

আরো জানা গেছে, অনলাইনে জুয়া খেলা পরিচালনার জন্য (ওয়ানএক্সবিট, বেট ৩৬৫ ডটকম, প্লেবেট ৩৬৫ ডটকম, বিডিটি ১০ ডটকম, উইনস ৬৫ ডটকম ও বেটস্কোর২৪ ডটকমসহ ২৩০ টি সাইটের মাধ্যমে এই জুয়া খেলা পরিচালিত হচ্ছে। মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।

মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। দেদারছে জুয়া খেলে কোটিপতি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা।

এ ব্যাপারে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট আনোয়ার হোসাইন অভিযোগ স্বীকার করে বলেন, অভাবের তাড়নায় এ জুয়া খেলা শুরু করেছিলাম। একসময় খেলেছি, অনেক টাকা আয়ও করেছি। কিন্তু এখন এ কাজের সাথে জড়িত নয়। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে এখনো তার জড়িত থাকার তথ্য রয়েছে।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, পিপিএম (সেবা), সম্প্রতি বলেছেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে। অনলাইন জুয়া নিয়েও পুলিশ কাজ করছে। ইতোমধ্যে অর্ধশত অনলাইন জুয়াড়িকে আটক করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টতা পেলে কেউ ছাড় পাবে না।
(আনোয়ার হোসেনের বাকি তথ্য নিয়ে আরেকটি পর্বে বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে। )

গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির ৫৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

মানুষের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করা বে-সরকারি সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)এর ৫৩তম বর্ষপুর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা, দোয়া মহাফিল ও পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধাবার বিকেল ৪টার সময় সংস্থার গাংনীর বাশঁবাড়িয়ায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য আয়োজন করে সংস্থা কর্তৃপক্ষ।

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) ও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন(বিএনএফ) অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি(পিএসকেএস) প্রতিষ্ঠার ৫৩ বছর শেষ করে ৫৪ বছরে

পদার্পন করলো।

বর্ষপুর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার কার্য নির্বাহী কমিটির সভাপতি তেঁতুলবাড়িয়া ইসলামিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মোঃ রমজান আলী।

এসময় নির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি নুরুল ইসলাম, কোষাধক্ষ্য মোঃ এমদাদুল হক, নির্বাহী সদস্য মোছাঃ ফারহানা ইয়াসমিন বক্তব্য রাখেন। সংস্থার পরিচালক মোঃ কামরুজ্জামান এঁর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংস্থার উপ পরিচালক মোঃ কামরুল আলমসহ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মচারি ও কৃষি উন্নয়ন কর্মসুচীর সকল কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।দোয়া পরিচালনা করেন বাঁশবাড়িয়া জামে মসজিদের ইমাম মোঃ বনি আমীন। বাঙ্গালী মায়েদের হাতের হরেক রকম পিঠা পায়েশের পসরা সাজানো হয় উৎসবে। ভাপা, পুলি, চিতই, পাটি শাপটাসহ নাম না জানা হরেক স্বাদ ও বাহারি রকমের পিঠার কারিগরদের মাঝে পুরুস্কার বিতরণ করা হয় অনুষ্ঠানে।

এসময় বক্তারা বলেন,১৯৭০ সালে গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের কৃতি সন্তান মহাঃ মোশাররফ হোসেন স্থানীয় কয়েকজনের সহায়তায় গ্রামের নাম অনুসারে ‘‘পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি’’ (পিএসকেএস) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সংস্থাটি মানুষের জীবন মান উন্নয়নে নানামুখি কর্মকান্ড সফল ভাবে পরিচালনা করে সুনাম অর্জন করেছে।

দেশের বিভিন্ন জেলায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, মৎস্য, প্রাণী, গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ,শালিশ ও ঋণ কার্যক্রমে কাজ করে সুনাম অর্জন করে চলেছে। অজো পাড়া গ্রামের একজন চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে মোশাররফ হোসেন একটি বীজ বপন করেছিলেন। যে বৃক্ষটি ৫৩ বছরের একটি পরিপুরক বৃক্ষে রুপ নিয়েছে। আর সেই বৃক্ষের ছায়াতলে অনেক শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। অনেকেই এই সংস্থায় চাকরি করে জীবন জীবীকা নির্বাহ করছেন। সকলেই সংস্থাটিকে নিজের মনে করতে পেরেছেন বলেই সংস্থাটি মেহেরপুর জেলায় মাথা উঁচু করে সাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছে।

সংস্থার প্রচেষ্টায় হাজার হাজার দরিদ্রপরিবার আত্নকর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। কৃষি কাজ, ছাগল পালন, মৎস্যচাষ, সেলাইয়ের কাজসহ নানা ধরনের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এই পলাশীপাড়া সমাজ

কল্যাণ সমিতি। উপস্থিতিরা সকলেই সংস্থাটির সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন কামনা করেন।

মেহেরপুরে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের পিঠা উপহার

হরেক রকম বাহারি পিঠা তৈরি করে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে মেহেরপুর বন্ধুসভার উদ্যোগে মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের শিশুদের মাঝে পিঠা উপহার দেওয়া হয়।
পিঠা উপহার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বন্ধুসভার সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন, সাধারন সম্পাদক তানিয়া হক, প্রতিনিধি আবু সাঈদ, বন্ধু মাইসা, অর্না, আনিকা, আকাশ, রাব্বি, তানজিম, বৃষ্টি, রিয়াজুল, জান্নাতুল, শাম্মি, সরকারি কলেজের অধ্যাপক বশির আহমেদ সহ প্রমুখ।
শিশু পরিবারের ৪০জন শিশুদের বন্ধুসভার সদস্যরা বাড়ি থেকে হাতে তৈরি ১৮ রকমের পিঠা উপহার দেই।
এসময় বন্ধুসভার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, এসব শিশুরা দুর্লভ পিঠার স্বাদ গ্রহণ করতে সচারচর পাইনা। এরকারণে বন্ধুসভা এবারে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের পিঠা খাওয়ানোর আয়োজন করে। কয়েকদিন ধরে বন্ধুসভার সদস্য বাড়িতে বাড়িতে তৈরি করেন হরেক রকমের পিঠা।

গাংনীতে অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অভিযোগে জরিমানা

গাংনীতে অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অপরাধে আব্দুল জিহান (৩০) নামের এক ব্যাক্তিকে অর্থদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আব্দুল জিহান চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা। স্কেবিটার মেশিন দিয়ে মাটি কাটার অপরাধে গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে

অভিযান চালায় ভ্রাম্যমান আদালত।

এসময় জিহান নামের ওই ব্যাক্তিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারি নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার(ভূমি) নাদির হোসেন শামীম।

নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাদির হোসেন জানান, সরকারি কোন অনুমোদন না নিয়ে ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে এমন সংবাদ পেয়ে গাংনীর আড়পাড়া গ্রামে অভিযান চালানো হয়। এসময় স্কেবিটার মেশিন দিয়ে মাটিকাটা অবস্থায় আব্দুল জিহান নামের এক ব্যাক্তিকে হাতেনাতে আটক করলে জিহান তার অপরাধ স্বীকার করে। এসময় ইট প্রস্তত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ এর ৫(২) ও ১৫(১)(খ) ধারায় তাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহযোগীতা করেন।

গাংনীতে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে রশিদ দিয়ে টাকা উত্তোলনের অভিযোগ

চাকরির জন্য সভাপতির হাতে জমা দেওয়া টাকা বারবার ফেরত চেয়ে না পেয়ে অবশেষে শিক্ষক কর্মচারীরা বিদ্যালয়ে অবস্থান কর্মসুচী পালন করেছে।

ভুক্তভোগী শিক্ষকদের তোপের মুখে অবরুদ্ধ করে রাখেন মেহেরপুরের গাংনীর বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের সভাপতি শেখ আনিসুজ্জামান লুইচকে। বুধবার সকালের দিকে এমন উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

শিক্ষক কর্মচারীদের দাবী- বিদ্যালয়টি স্বীকৃতি ও এমপিও ভুক্তির জন্য তাদের কাছ থেকে রশিদের মাধ্যমে নেয়া হয়েছে ৬৫ লাখ টাকা। তবে ৩৫ লাখ টাকা নেয়ার বিষয়টি স্বীকারও করেছেন সভাপতি আনিসুজ্জামান

লুইচ।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, ২০১৫ সালে বিদ্যালয়টি বাঁশবাড়িয়া নামক স্থানে একটি খাস জমিতে স্থাপন করা হয়। উদ্বোধন করেন মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনের পত্নী লায়লা আরজুমান বানু শীলা। সেসময় বিদ্যালয়ে নিয়োগ দেয়া হয় প্রধান শিক্ষকসহ ২৪জনকে। বিভিন্ন অজুহাতে ওই শিক্ষক কর্মচারী ছাড়াও আরো ৬জনের কাছ থেকে টাকা নেয়া হয় মোট ৬৫ লাখ টাকা। টাকা গ্রহণের রশিদও দেন তিনি। এ ছাড়াও জোড়পুকুর গ্রামের মকলেচুর রহমান স্বপন নামের একজন সাদিয়া পারভীন নামের একজনের কাছ থেকে টাকা নেন দুই লাখ ২০ হাজার টাকা। সংসদ সদস্যকে দেয়ার নাম করে ওই টাকা নিলেও স্বপন ও সংসদ সদস্য কিছুই জানেন না বলে দাবী করেন।

নানা কারণে বিদ্যালয়টি পশ্চিম মালসাদহ নামক স্থানে স্থানান্তর করা হয় ২০১৭ সালে। কোন স্বীকৃতি না পাওয়ায় বিদ্যালয়টির শিক্ষক কর্মচারীরা টাকা ফেরতের জন্য সভাপতি আনিসুজ্জামান লুইচকে চাপ দিতে থাকেন। এক রকম বাধ্য হয়ে আত্মগোপন করেন তিনি। এদিকে বিদ্যালয়টিতে প্রাথমিক অবস্থায় যে সব শিক্ষার্থী ছিল সবাইকে অন্যত্র ভর্তি হওয়ায় শিক্ষার্থী শুণ্য হয়ে পড়ে প্রতিষ্ঠানটি।

এদিকে ধার দেনা ও সম্পদ বিক্রি করে দেয়া টাকা না পেয়ে ক্ষোভে ফুসে উঠেন শিক্ষক কর্মচারীরা। সুযোগ খুঁজতে থাকেন বিদ্যালয়টির সভাপতির আগমনের অপেক্ষায়। অবশেষে আনিসুজ্জামান লুইচ ফিরে আসেন নিজ বাড়িতে।

সংবাদ পেয়ে সকল শিক্ষক কর্মচারীরা তার বাড়িতে উপস্থিত হলে কৌশলে তিনি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। শিক্ষকরা তাকে গাংনী উপজেলা চত্ত্বর থেকে ধরে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের কক্ষে অবরোধ করে রাখেন।

খবর পেয়ে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক শিক্ষকদের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলেন এবং সবাইকে শান্ত থাকার পরামর্শ দেন এবং এর ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন।

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক জানান, তিনি বাইরে আছেন এবং টাকা আত্মসাতের বিষয়টি শুনেছেন। সন্ধ্যায় ফিরে এসে উভয় পক্ষের সাথে আলাপ করে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

গাংনীতে তথ্য অফিসে আয়োজনে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গাংনীর হোগল বাড়িয়া মহাম্মাদপুর হাজী ভরষ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উন্নত সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল দশটায় সময় জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা তথ্য অফিসার মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মোছাঃ রনী খাতুন।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাজী ভরষ উদ্দিন মহাম্মাদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি আবু ছালে মোঃ নাজমুল হক সাগর।

এসময় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে জনগণকে জ্ঞান-সমৃদ্ধ মানুষ হয়ে স্মার্ট আচরণগত পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এ ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, হাজী ভরষ উদ্দিন মহাম্মাদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম এবং ৫ নং মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সোহেল আহমেদ ।

এ সময় জেলা তথ্য অফিসার প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষদের সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক জনবান্ধব পদক্ষেপের বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে জনগণকে আহ্বান জানান এবং গুজব ও অপপ্রচার প্রতিহত করতে জনগণকে সচেতন থাকতে অনুরোধ করেন। আগত অভিভাবকদের সন্তানদেরকে বাল্যবিবাহ না দিতে

এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঠিক ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সর্বশেষ জেলা তথ্য অফিস মেহেরপুর এর পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের কে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, সরকারের বিভিন্ন জন্য বান্ধব কার্যক্রম এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

আমদহ ইউপি নির্বাচনে আ.লীগের মনোনয়ন পেলেন রওশন আলী টোকন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচনে ৭জনেক টপকিয়ে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেলেন আমদহ ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রওশন আলী টোকন।
আজ বুধবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডের সভা শেষে রওশন আলীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

মনোনয়ন পেতে সাত প্রার্থী আবেদন জমা দিয়েছিলেন। বাকি ৬ জন হলেন, বর্তমান চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আনারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক উপ-সমাজ সেবা সম্পাদক এ্যাড. আব্দল্লাহ আল মামুন রাসেল, আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান হিরা, আমদহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বায়েজিদ আহমেদ সুইট, জেলা তাঁতী লীগের আহবায়ক সুবাদ আলী এবং আওয়ামী লীগ কর্মী একরামুল হক।

এদিকে, আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোয়নয় জমা দেওয়ার শেষ দিন ধার্য আছে। আগামী ১৬মার্চ দীর্ঘ ১২ বছর পর আমদহ ইউনিয়ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

মুজিবনগরে ০৫ গ্রাম হেরোইনসহ আটক ২

মুজিবনগরে থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা ইনচার্য (ওসি) মেহেদি রাসেল এর নেতৃত্বে রতনপুর পুলিশ ক্যাম্প বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে আনন্দবাস গ্রামে অভিযান চালিয়ে আনন্দবাস গ্রামের মোশাররফ হোসেনের ছেলে সেলিম উদ্দিন ও বাগোয়ান গ্রামের মোল্লাপাড়ার মৃত আব্দুল জলিল শেখের ছেলে জামাল ওরফে মলম (৫০) কে আটক করে।

এ সময় তাদের কাছ থেকে ০৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মাদকের মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা বলে ধারণ করা হচ্ছে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল বলেন, গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজুর মাধ্যমে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, মুজিবনগর উপজেলা কে মাদক মুক্ত করতে। মাদক সেবনকারী মাদক পরিবহনকারী এবং মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানা পুলিশের কঠোর অভিযান চলমান রয়েছে।

গাংনীতে ‘‘বীর নিবাস’’ প্রকল্পের উদ্বোধন

বীর মুক্তিযোদ্ধোদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র উপহার হিসেবে ‘ ‘বীর নিবাস’’প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

বীর নিবাসের উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্সুয়ালী যুক্ত হন বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা। সে লক্ষ্যে আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্ব স্ব উপজেলার বীর নিবাসের চাবি হস্তান্তর

করেন।

গাংনী উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনী খাতুন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুন্তাজ আলী, উপজেলা আ.লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান, গাংনী প্রেস ক্লাব সভাপতি তৌহিদ উদ-দৌলা রেজা ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরাঞ্জন চক্রবর্তী ও সমাজসেবা কর্মকর্তা আরশাদ আলীসহ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ। বীর নিবাস নির্মাণে ব্যায় ধরা হয়েছে প্রায় ১৩ লক্ষাধিক টাকা। পর্যায়ক্রমে দরিদ্র, অসহায় ও অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সকলেই প্রধানমন্ত্রীর এ উপহার পাবেন বলে জানা গেছে।

জীবনের মায়া ত্যাগ করে পরিবার পরিজনের চিন্তা না করে যারা দেশ স্বাধীনে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। যাদের আত্নত্যাগের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে এসকল একাত্তরের অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধারা পেলেন নিজস্ব বাড়ী। দরিদ্র, অসহায় মুক্তিযোদ্ধা যাদের ঘর নির্মানের সামর্থ ছিল না তাদের জন্য বীর নিবাস নির্মান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বীর নিবাসের চাবি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেহেরপুর জেলায় তিনটি উপজেলায় আজ ৩৪টি বীর নিবাসের চাবি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১১টি, মুজিবনগর উপজেলায় ১১টি এবং গাংনী উপজেলায় ১২টি বীর নিবাস রয়েছে।

মুজিবনগরে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ১২৮ তম ধন্য

বুধবার মহাসভার উদ্বোধন

মুজিবনগরে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবথেকে বড় ধর্মীয় সমাবেশ ১২৮ তম ধন্য বুধবার মহাসভার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার চার্চ অব বাংলাদেশ রতনপুর সাধু পিতরের গীর্জা এর আয়োজনে গীর্জা চত্তরে এই মহাসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এবারের মহাসভার মূলসুরঃ “তোমার পবিত্র আত্মাকে আমা হইতে হরণ করিও না” ধন্য বুধবার মহাসভার ইতিহাস সম্পর্কে মাইকেল মন্ডল টুইস বলেন , ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি “বুধবার” পঞ্জিকার পাতায় অন্যান্য সাধারণ একটি দিনের মত হলেও সেদিন ওপার বাংলার মালিয়াপোতায় সাধু লূকের গীর্জায় এমন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল যা দিনটিকে করেছে অবিস্বরণীয়, মহিমান্বিত ও পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ প্রাপ্তীর ঝর্নাধারা। তাই পরবর্তীতে এর নামকরণ হয়েছে, ধন্য বুধবার”। আর এই দিনটিকে স্মরণ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি সভা যে সভা আজ রূপ নিয়েছে “মহাসভায়”, একত্রে “ধন্যবুধবার মহাসভা” ।

ধন্য বুধবার মহাসভা সম্পর্কে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নং (বল্লভপুর,রতনপুর) ওয়ার্ড সদস্য বাবুল মল্লিক বলেন, এই ধন্য বুধবার মহাসভা প্রতিবছর বিভিন্ন গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর রতনপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ সভা মঙ্গলবার বিকেলে শুরু হয়ে বৃহস্পতিবার সকালে শেষ হবে। এই সভাতে সার্বিক সহযোগিতা এবং সব সময় খোজ খবর রাখার জন্য তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন, মেহেরপুর ১ আসনের এমপি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল,সভার প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিশপ অব কুষ্টিয়া ডায়োসিস রাইট রেভা:হেমেন হালদার, ডিনারী মহাসভা কমিটির সভাপতি রেভা: লরেন্স মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, আহবায়ক মি: জয়ন্ত মন্ডল, সম্পাদক মি: তুষার বিশ্বাস এবং

সভার সার্বিক নিরাপত্তা দিয়ে সহযোগীতা করার জন্য মুজিবনগর থানা ইনচার্য (ওসি) মেহেদি রাসেল সহ আয়োজক রতনপুর গ্রামের সমগ্র মানুষ সহ আয়োজক কমিটিকে।

দুদিন ব্যাপী ধন্য বুধবার মহাসভাতে প্রার্থনা সভা, কীর্তন ও সমবেত গান, ধর্মীয় উপাসনা ধর্মীয় বাণী, ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা

করবেন খ্রিস্টীয় পুরোহিত গন।